বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আমার আলো

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১৪ আগস্ট ২০১৪ ॥ ৩০ শ্রাবণ ১৪২১ ॥ ১৭ শাওয়াল ১৪৩৫ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ সংখ্যা ৫

হাদিয়া : ১০ টাকা

আল্লাহতা'লা ফেরেশতাদের নিয়ে নিজেই নবীজির প্রতি দরূদ-সালামের মজলিশ করছেন

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্ নকশ্বন্দি মোজাদ্দেদি

ইন্নাল্লা-হা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসল্লুনা আলান নাবীয়্যি; ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আ-মানু সল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাস্লিমা (সূরা: আহযাব, আয়াত, ৫৬)

অর্থ: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহতা'লা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর (সাঃ) মহব্বতে ও সম্মানে দরূদ-সালামের মজলিশ করছেন এবং অব্যাহতভাবে করতে থাকবেন; হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর (সাঃ) সম্মানে ও মহব্বতে আদবের সঙ্গে দরূদ ও সালামের মজলিশ কর।

কোরআনুল করীমের উপরোক্ত আয়াতটি আরবী ব্যাকরণিক (মুযারি'সিগা) মর্ম অনুযায়ী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অর্থবহ করে। আয়াতটি বহুবচনাত্মক এবং দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে মহান আল্লাহতা'লা ও তাঁর ফেরেশতাগণ; অন্যভাগে ঈমানদার মুসলমানগণ। আয়াতটিতে নবী করীমের (সাঃ) মহব্বত ও সম্মানে দরূদ ও সালামের আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু দরূদ ও সালামের এ আদেশটি কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে? তা বলা হয়নি। তবে বিষয়বস্তু বহুবচনাত্মক এবং ঈমানদারদের অর্থাৎ, একাধিক ব্যক্তিকে দরূদ-সালাম অনুশীলনের আদেশ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটি সম্মিলিত অনুশীলন প্রক্রিয়া।

জানা যায় যে, মহান আল্লাহতা'লার উপরোক্ত আয়াতেকারীমার মর্ম অনুযায়ী আউলিয়াকিরামগণ দরূদ ও সালামের এ সম্মিলিত অনুশীলনটি 'ক্বিয়ামে মিলাদ শরীফ' এর মাধ্যমে অনুশীলন *২-এর পাতায় দেখুন*

শালিনতার ভিতরেই আধুনিকতা

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্ নকশ্বন্দি মোজাদ্দেদি

পবিত্র কোরআনের সূরা নূর, আয়াত ৩০-৩১ আল্লাহতা'লা বলেন, ক্বু ল্ লিল্মু'মিনীনা ইয়াগুদ্বূ মিন্ আব্ছোয়া-রিহিম্ অইয়াহ্ফাজূ ফুরূজ্বাহুম্ যা-লিকা আয্কা-লাহুম্ ইন্নাল্লা-হা খবীরুম্ বিমা-ইয়াছ্না'উ'ন্। অক্বু ল্ লিল্মু'মিনা-তি ইয়াগ্দু দ্না মিন্ আব্ছোয়া-রিহিন্না অইয়াহ্ফাজ্না ফুরূজ্বাহুন্না অলা-ইয়ুব্দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা-মা-জোয়াহার মিন্হা-অল্ইয়াদ্বরিব্না বিখুমুরিহিন্না 'আলা-জু ইয়ূবিহিন্না অলা-ইয়ুব্দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা-লিবু'উলাতিহিন্না আও আ-বা-য়ি হিন্না আও আ-বা-য়ি বু'উলাতিহিন্না আও আব্না-য়িহিন্না আও আব্না-য়ি বু'উ লাতিহিন্না আও ইখ্ওয়া-নিহিন্না আও বানী ইখ্ওয়ানিহিন্না আও বানী আখাওয়া তিহিন্না আও নিসা-য়িহিন্না আও মা-মালাকাত্ আইমা-নুহুন্না আওয়িত্তা-বি'ঈনা গইরি উলিল্ ইর্বাতি মিনার্ রিজ্বা-লি আওয়িত্ত্বিফ্লি ল্লাযীনা লাম্ ইয়াজ্ হারু'আলা-'আওর-তিন নিসা-য়ি অলা-ইয়াদ্বরিব্না বিআর্জু লিহিন্না লিইয়ু'লামা মা-ইয়ুখ্ফীনা মিন্ যীনাতিহিন্না; অতূবূ ইলা ল্লা-হি জ্বামী'আন্ আইইয়ুহাল্ মু'মিনূনা লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্।

অর্থ: মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য খুবই পবিত্র। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট তাদের কার্যাদির খবর রয়েছে এবং মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন তারা যেন, নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের সতীত্বকে হেফাযত করে। আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে। কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন, আপন গ্রীবা ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে। আর আপন সাজ-সজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে। কিন্তু নিজেদের স্বামীর নিকট অথবা আপন পিতা অথবা স্বামীর পিতা অথবা আপন পুত্রগণ অথবা স্বামীর পুত্রগণ অথবা আপন ভাগিনাগণ অথবা স্বধর্মীয় নারীগণ

অথবা নিজেদের হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ অথবা চাকরের নিকট এ শর্তে যে, তারা যৌন শক্তিসম্পন্ন পুরুষ হবে না। অথবা ওই সব বালক (এর নিকট) যারা নারীদের লজ্জার বস্তুগুলোর সম্বন্ধে অবগত নয় এবং যেন মাটির উপর সজোরে পদক্ষেপণ না করে, যাতে জানা যায় তাদের গোপন সাজ-সজ্জা এবং আল্লাহ্র দিকে তাওবা করো, *২-এর পাতায় দেখুন*

আমি খাজাবাবা কুতুববাগীর বাল্যকালের শিক্ষক বলছি...

আলহাজ্ব মাওলানা গাজী আবদুল আউয়াল

বিশ্ব অলি জামানার মুরাদ ফকির আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশ্বন্দি মোজাদ্দেদি (মাঃজিঃআঃ) কুতুববাগী ক্বেবলাজান এবং বিশ্বব্যাপি তাঁর প্রচারিত সত্য তরিকার দাওয়াত সম্মন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করছি। আমি আলহাজ্ব মাওলানা গাজী আবদুল আউয়াল, নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানাধীন কলাগাছিয়া ইউনিয়নের শুভ করদী গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৭৪ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পরে, মহান আল্লাহর অলি ও তাপস খাজাবাবা কুতুববাগীকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা হয় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর। তখন আমি লক্ষ্য করলাম, এই ছেলেটি অন্যান্য শিক্ষার্থীদের থেকে অনেকটাই আলাদা। আমি যখন ক্লাসে পড়াতাম, প্রায়ই লক্ষ্য করতাম, তিনি গভীর ধ্যানে কি যেন ভাবছেন। এরপর তাঁকে কোন প্রশ্ন করা হলে চুপ করে বসে *৩-এর পাতায় দেখুন*

খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের বাণী

চারটি বিষয় অর্জন করা তরিকার মূল উদ্দেশ্য

(১) জমিয়ত অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন মনকে একমাত্র আল্লাহর চিন্তার দিকে নিয়োজিত করা।

(২) হুজুরী অর্থাৎ, আল্লাহকে হাজের (সর্বত্র বিরাজমান) নাজের (সর্বদর্শী) মনে করবার ক্ষমতা অর্জন করা।

(৩) যজবাত অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে মন প্রতি মুহূর্তে আর্কষিত হওয়া।

(৪) ওয়ারেদাত অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে অসহ্যকর ফয়েজপ্রাপ্ত হওয়া।

সালেক ও মুরিদের জন্য এই চারটি কাজ অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ

(১) নির্জনতা (২) নির্বাক অবস্থা (৩) ক্ষুধা সহ্য করা এবং (৪) অনিদ্রা অভ্যাস করা।

মৃত্যুশয্যায় দয়াল নবীজির সঙ্গে কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে দেখলেন এক জাকের বোন

মাওলানা শামশুল আলম আজমী (কক্সবাজার)

জলিলুল কদর সাহাবা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণীত প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ঈমান (কালেমা) নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারবে না, সে ব্যক্তি কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ বেহেশতে যাওয়ার পূর্ব শর্ত হলো ঈমান (কালেমা) নিয়ে শেষ নিঃশ্বাষ ত্যাগ করা।

হযরত ইমামে আজম আবু হানি-ফা (রহঃ) আল্লাহকে ৯৯ (নিরানব্বই) বার স্বপ্নে দেখেছেন এবং স্বপ্নে অনেক কথা বলেছেন। প্রিয় নবী (সাঃ) এর রওজা শরীফে গিয়ে ইমামে আজম সালাম নিবেদন করলেন, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসুলুল্লাহ (সাঃ), আস্সালামু আলাইকা ইয়া হাবিবআল্লাহ্, আস্সালামু আলাইকা ইয়া সৈয়দুল মোরসালীন (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে রওজা শরীফের ভিতর থেকে ইমাম আজমের সালামের উত্তর আসলেন, ওয়া আলাইকাস্সাল্লাম ইয়া ইমামুল মোসলেমীন আবু হানিফা (রহঃ)। তখন ইমামে আজম (রহঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) আমি এত কষ্ট করে কুপা শহর থেকে এসেছি শুধু আপনার সালামের উত্তর নেয়ার জন্য নয়। আমি কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ গবেষণা করে জেনেছি ও বুঝেছি, আপনি হায়াতুন্নবী (সাঃ) জিন্দা নবী (সাঃ) কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস যদি সত্য হয়, আপনিও যদি সত্যই হায়াতুন্নবী বা জিন্দা নবী হয়ে থাকেন, তাহলে আমি আপনার পবিত্র হাতে চুমা খেতে চাই, আপনার নূরাণী হাত বাহির করে দিন। সঙ্গে সঙ্গে রওজা শরীফ থেকে প্রিয় নবী (সাঃ) এর নূরাণী হাত মোবারক বাহির করে দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। (এটা আশেক মাশুকের লীলা খেলা)। *২-এর পাতায় দেখুন*

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

আল্লাহতা'লা ফেরেশতাদের নিয়ে নিজেই নবীজির প্রতি দরূদ-সালামের মজলিশ করেছেন

প্রথম পাতার পর

করতেন। তাঁরা তাঁদের অনুসারীদেরকেও অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, দিচ্ছেন এবং দিতে থাকবেন। ক্বিয়ামে মিলাদ শরীফে আউলিয়াগণ প্রথমে আল্লাহতা'লার জিকির এবং নবী করীমের (সাঃ) মহব্বতে ও সম্মানে তাযীমের সঙ্গে দরূদ শরীফ পাঠ করেন। এরপর নবী করীমের (সাঃ) মহব্বতে ও সম্মানে ক্বিয়ামের মাধ্যমে সালাতুস সালাম পাঠ করেন। তারপর নবীজির উছিলায় নিজেদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া-মোনাজাত করেন। সালাম একটি প্রশংসাসূচক আশির্বাদ জ্ঞাপক বাক্য। সালামের শাব্দিক ভাবের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য ও অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়। সালামের মধ্যে দোয়া, প্রশংসা, প্রার্থনা, শ্রদ্ধা-সম্মান, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার অর্থ নিহিত আছে। সালামের জবাব দেওয়া যেমন ওয়াজিব , তেমনি আদব ও সম্মানের সঙ্গে সালাম দেওয়াও সুন্নত। আম্বিয়া, আউলিয়া ও মাতা-পিতার প্রতি আদব বা সম্মান প্রদর্শন করাও ওয়াজিব। ছোটদের সালাম ও তার জবাব দানের অর্থ হচ্ছে, দোয়া, প্রশংসা, স্নেহ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। মাতা-পিতা, বুজুর্গ ও মুরুব্বিদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে- আদব, সম্মান ও তাযীমের প্রকাশ। বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী ও সমবয়সীদের জন্য এর অর্থ হল, সম্ভাষণ ও ভদ্রতা। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সালামের অর্থ হল, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আম্বিয়া ও আউলিয়াদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে, দোয়া, আদব, সম্মান ও তাযীম। মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়িয়ে আমরা সালাম দিই, এই সালামের অর্থ, হচ্ছে দোয়া ও মাগফিরাত পাওয়ার আশায়। নবী করীম (সাঃ) হচ্ছেন, রহমাতাল্লিল আলামীন, শাফিয়াল মুজনাবীন। তিনি রহমত বন্টনকারী এবং শাফায়াত দানকারী। তাঁর রহমতেই সৃষ্টি জগত সজিব ও সঞ্জীবিত। কারো পক্ষ থেকে নবী করীমের (সাঃ) জন্য দোয়া এবং দয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ ও রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে সালামের অর্থ কি হবে? এক্ষেত্রে জানতে হয় যে, মহান আল্লাহতা'লা ও রসুলের (সাঃ) মধ্যে সম্পর্ক কি? নবী করীম (সাঃ) হলেন, মহান আল্লাহতা'লার প্রিয় হাবিব ও পেয়ারে দোস্ত। অতএব, আল্লাহ ও রসুলের (সাঃ) ক্ষেত্রে সালামের অর্থ হবে, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা বিনিময় করা।

ফেরেশতা ও ঈমানদার মুসলমানদের ক্ষেত্রে সালামের অর্থ কি হবে? এ ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ফেরেশতাদেরও কারো পক্ষ থেকে দোয়া এবং দয়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁরা মহান আল্লাহ ছাড়া কারো মুখাপেক্ষি নন। নবী করীমকে (সাঃ) ফেরেশতাদের সালাম দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁরা নবী করীমকে (সাঃ) সালাম দিয়ে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হন। যেমন, রাষ্ট্রপতির গার্ড অব রেজিমেন্টের সদস্যগণ। তাঁরা রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিদেরকে সালাম বা স্যালুট দিয়ে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হন। সেনাবাহিনীর সব সদস্যদের পক্ষে রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রীয় অতিথিকে সালাম দেওয়ার সুযোগ হয় না, কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির গার্ড অব রেজিমেন্টের সদস্যরাই সালাম দিতে পারেন। তেমনি বায়তুল মামুর মসজিদে তোয়াফরত বিশেষ ফেরেশতারাই মহান আল্লাহতা'লার পেয়ারে হাবীবের (সাঃ) উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হচ্ছেন।

অনুরূপ মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্বিয়ামের (দাঁড়ান) সঙ্গে সালাম দেওয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না। যাদের অন্তরে নবী করীমের (সাঃ) মহব্বত সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, কেবল তারাই তাঁকে সালাম দিতে সক্ষম। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিয়ে তাঁরা নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে মহব্বত, নাযাত এবং মাগফিরাত লাভ করছেন। নবী করীম (সাঃ)-এর মহব্বত লাভ করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে জানা যায়, মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজ শরীফে গমনের সময়, মহান আল্লাহতা'লা দেখেন যে, একদল ফেরেশতা বায়তুল মামুর মসজিদ তোয়াফ করছেন এবং সুব্হানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুব্হানাল্লাহিল আযীম পাঠ করছেন। আল্লাহতা'লা লক্ষ্য করলেন, ফেরেশতারা যে জিকির করছে, তাতে শুধু মহান আল্লাহতা'লার প্রশংসা প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে আল্লাহর হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা নেই। তখন আল্লাহতা'লা ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ করেন যে, আমি আল্লাহ আমার হাবীবের প্রতি দরূদ-সালাম পেশ করি, তোমরাও আমার হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে এবং মহব্বতে দরূদ-সালাম পেশ কর।

এখন প্রশ্ন হল যে, মহান আল্লাহতা'লা যখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত ও সম্মানে ফেরেশতাদের দরূদ-সালাম পেশ করার আদেশ দিলেন এবং তিনি (আল্লাহ) নিজেও ফেরেশতাদের নিয়ে দরূদ ও সালামের মজলিশ করলেন, তখন কি আল্লাহতা'লার উপস্থিতিতে ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে সালাতুস সালাম পাঠ করেছিলেন? নাকি বসে? এ ক্ষেত্রে বোঝা গেল যে, বসা অবস্থায় কোনকিছু তোয়াফ করা যায় না এবং আল্লাহতা'লার উপস্থিতিতে ফেরেশতারা বসে থাকতে পারেন না। অতএব, উপরোক্ত দরূদ ও সালামের মজলিশ নিঃসন্দেহে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ, ক্বিয়ামের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হে সম্মানীত পাঠকগণ, আপনারা চিন্তা করে দেখুন।

কাজেই কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস সব রকম কিতাব পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, কিয়াম করা মোস্তাহাব সওয়াব। আরবিতে বলা হয় কিয়াম, বাংলাতে বলা হয় দাঁড়ান, ইংরেজিতে বলা হয় Stand যেমন দেখা যায়, কামেল পীর-মুর্শিদ, বুজুর্গ ব্যক্তি আসলে তাঁদের সম্মানে আমরা দাঁড়িয়ে সালাম দিই ও তাযীম করতে হয়। বাবা-মা সামনে উপস্থিত হলে তাঁদের সম্মানে দাঁড়ানো, কোন সম্মানী ব্যক্তি সামনে এলে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ওস্তাদ-শিক্ষক-গুরু উপস্থিত হলে দাঁড়িয়ে সম্মান করা। এছাড়াও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানে দাঁড়াতে হয়। অতএব, রসুল (সাঃ)-এর সম্মানে কিয়াম (দাঁড়ানো) করা ভালো? না কি মন্দ? হে পাঠকগণ! আপনারাই চিন্তা করে দেখুন।

রসুলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাযের-নাযের (প্রসঙ্গে) : মৌঃ আবুল কাসেম নানুতবীর হাল জবাবা

ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা একটি বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী আবুল কাসেম নানুতবী ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত আলেম। তিনি বৃটিশ ঔপনিবেশ আমলে নিম্নেবর্ণিত আক্বীদা পোষণ করতেন।

'ইয়া রসুলুল্লাহ' বলা জায়েয নয়। 'ইয়া রসুলুল্লাহ' শব্দের অর্থ হল, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মুখে হাযের-নাযের তথা উপস্থিত আছেন। যেহেতু রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মুখে হাযের-নাযের নেই, সেহেতু 'ইয়া রসুলুল্লাহ' বলা জায়েজ নয়।

কিন্তু বিখ্যাত এ আলেম তাঁর মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে তার আক্বীদা পরিবর্তন করেছিলেন। তার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তিনি শুধু বলতেন, আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা 'ইয়া রসুলুল্লাহ' আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা 'ইয়া হাবীবাল্লাহ' সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মৌলভী আবুল কাসেম নানুতবী সাহেবের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি চলতে-ফিরতে, মাদ্রাসা-মসজিদে, হাটে-বাজারে, শয়নে-স্বপনে শুধুই বলতেন, আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা 'ইয়া রসুলুল্লাহ, আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ' সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এ অবস্থায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা, আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী এবং মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ একান্তভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুজুর, আপনি পাগলের মত প্রলাপ বকছেন কেন?

উত্তরে মৌলভী সাহেব বলেছেন, আপনারা আমাকে পাগল মনে করছেন? আমি পাগলের মত করছি? আমি পাগল হয়েছি? না, আমি পাগল হইনি। যা সত্য, যা বাস্তব, আমি তাই করছি। আমি যেদিকেই তাকাই, শুধুই দেখছি, মহান রসুলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সম্মুখে। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে কেউ কি সালাম না দিয়ে পারে? পারে না। (সুত্রঃ তাহরীকে দেওবন্দ)

রসুলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় সব স্থানে হাযির-নাযির ইন্না-আরসালনা-কা শা-হিদাওঁ ওয়া মুবশ্বিরাওঁ ওয়া নাজিরা (৪৮ নং সূরা, ফাতাহ, ৮ নং আয়াত)

অর্থ: (হে হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), নিশ্চয়ই আমি আপনাকে হাযের-নাযের বা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী নবী-রসুল হিসাবে প্রেরণ করেছি (সূরা ফাতাহ।

শাহিদ অর্থ হাযের-নাযের এবং প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী। সাক্ষীকে শাহিদ এজন্য বলা হয় যে, তিনি ঘটনাস্থলে হাযের-নাযের অর্থাৎ উপস্থিত ছিলেন। রসুলে করীম সল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামকে (মাহবুব) শাহিদ এজন্য বলা হয় যে, তিনি মু'মিনের হৃদয়ে হাযের-নাযের বা উপস্থিত থাকেন। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহাবুবিয়াত মানব ও যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি আল্লাহতা'লার মাহাবুব এবং আল্লাহতা'লা সমগ্র জগতের মাহাবুব। শুষ্ক কাঠ, পাথর, পশু-পাখি ইত্যাদি হুজুরের বিচ্ছেদে কান্না করে। স্রষ্টার দরবারে তিনি সৃষ্টির সাক্ষী, সবার ফয়সালা হবে তাঁর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। সৃষ্টির সামনে স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আল্লাহতা'লা হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনকে সাক্ষ্য সহকারে উল্লেখ করেছেন। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যক্ষ কারী সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। তিনি মিরাজ শরীফে জান্নাত, দোযখ, ফিরিশতাদের এবং আল্লাহতা'লাকে স্ব-চোখে দেখেছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ প্রেরণ করেছেন, তিনি আমাদের কৃতকর্মের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আমরা কোথায় কি করি, কি ইবাদত করি, কাকে ঠকাই, কার উপর অন্যায় করি, কার উপর জুলম করি, দৈনন্দিন কাজকর্ম সবকিছুরই তিনি প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষী ছাড়া আল্লাহতা'লার কাছে কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। দুনিয়াতে কোন বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় কোন সাক্ষী যদি বলে, লিয়াকত-সাগরের টাকা চুরি করেছে, তা সে শুনেছে, তবে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, কার কাছ থেকে শুনেছে? সেক্ষেত্রে যে শুনে সাক্ষ্য প্রদান করে, সে গৌণ হয়ে যায়, মুখ্য থাকেন যার কাছ থেকে শুনে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। শোনা সাক্ষীর উপর বিচারক কোন ফয়সালা দিতে পারেন না। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। শেষ বিচারের দিনে হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষীর উপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের বেহেশত-দোযখের ফয়সালা দিবেন।

সূরাঃ মোজাম্মেল, আয়াত-১৫ তে আল্লাহতা'লা আরোও বলেন, ইন্না আর্সাল্ না ইলাইকুম্ রসুলান্ শা-হিদান্ 'আলাইকুম্' অর্থঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে একজন রসুল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের হৃদয়ে হাযের-নাযের, উপস্থিত, প্রত্যক্ষকারী সাক্ষীদাতা।

উপরোক্ত আয়াতেকরীমায় আল্লাহতা'লা বলেছেন যে, নিশ্চয় রসুল (সাঃ) তোমাদের কাছে হাযের-নাযের বা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষীদাতা। মূলত নবী করীম (সাঃ) আল্লাহতা'লার স্বত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেভাবে আল্লাহতা'লা সব সময়, সব স্থানে হাযের-নাযের তেমনি নবী করীম (সাঃ)ও সব সময়, সব স্থানে হাযের-নাযের বা উপস্থিত থাকেন। তিনি আল্লাহতা'লার নূর থেকেই সৃষ্ট এবং তাঁর নূর থেকেই আল্লাহতা'লা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

কিয়ামে মিলাদ হল Part of Shafayaঃ অর্থাৎ, শাফায়াতের অংশ। কিয়ামে মিলাদের মূল ভিত্তি হল আল্লাহতা'লার জিকির, দরূদ শরীফ ও নবী করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্যে তাযিমের সঙ্গে সালাম পেশ করা। সালাম দেওয়া সুন্নত, সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব এবং দরূদ পড়া ফরজ। মিলাদে নবীজিকে (সাঃ) সালাম দেওয়া হলে নবীজি (সাঃ) খুশির সঙ্গে আমাদেরকে সেই সালামের উত্তর দেন। নবীজিকে (সাঃ) সালামকারীদের মাগফেরাতের জন্য ফেরেশতারা আল্লাহতা'লার দরবারে দোয়া করেন। এমনিভাবেই মিলাদ আয়োজনকারী ও কিয়ামে মিলাদে অংশগ্রহণকারীরা শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শালিনতার ভিতরেই আধুনিকতা

প্রথম পাতার পর

হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলেই, এ আশায় যে, তোমরা সফলতা অর্জন করবে।

পবিত্র কোরআনে সূরা নূর, আয়াত-৬০ আল্লাহ পাক আরোও বলেছেন- অল্ ক্বওয়া-'ইদু মিন-ান্নিসা-য়িল্ লা-তী লা-ইয়ার্ জু না নিকা-হান্ ফালাইসা 'আলাইহিন্না জুনা-হুন্ আইঁ ইয়াদ্বোয়া'না ছিয়া-বা হুন্না গইর মুতাবার্রিজ্বা-তিম্ বিযীনাহ্; অআইঁ ইয়াস্তা'ফিফ্না খইরুল্লাহুন্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্।

অর্থঃ যারা বৃদ্ধা ঘরে অবস্থানকারী নারীগণ, যাদের বিবাহের আশা নেই, তাদের উপর কোন পাপ নেই, তাদের বহিরাবরণ খুলে রাখলে তখন যেন সাজ-সজ্জা প্রদর্শন না করে এবং তা থেকেও বিরত থাকা তাদের জন্য আরো অধিক উত্তম; এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন। পবিত্র কোরআনে সূরা আহ্যাব্, আয়াত-৩৩ এখানে আল্লাহ পাক বলেছেন-অক্বর্না ফী বুইয়ূতিকুন্না অলা-তাবার্রজ্ব্ না তাবার্রুজ্বাল্ জ্বা-হিলিয়্যাতিল্ ঊলা,

অর্থঃ নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বে-পর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের যুগের পর্দাহীনতা।

পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের মাধ্যমে প্রাক-ইসলামী যুগ বুঝানো হয়েছে। ওই যুগে নারীরা স্বগর্বে ঘর থেকে বের হতো, নিজের শোভা ও সৌন্দর্যের বাহার দেখাতো, যাতে পর-পুরুষেরা তাদের দিকে তাকায়। পোশাক-পরিচ্ছদ এমনভাবে পড়তো যে, শরীর ভালোভাবে ঢাকতো না।

বর্তমান পৃথিবীতে পূর্বের জাহেলিয়াতি যুগের মতো-ই জলে-স্থলে, আকাশে, বাতাসে বিপদ-আপদ গজব-আজাবের কবলে দিনকে দিন মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দিকভ্রান্ত নাবিকের মত প্রতি মুহূর্তেই দিশেহারা হয়ে পড়ছে, মানুষ তার অশান্ত মনের লাগাম কষে ধরে রাখার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। উক্ত আজাব-গজব থেকে বাঁচতে হলে, সমস্ত নারী-পুরুষের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা আপনাদের ঈমান-আকিদা, আখলাক-চরিত্র ঠিক রাখার জন্য নিজেদের দৃষ্টি ও পোশাকের শালিনতা রক্ষা করে চলার চেষ্টা করুন। বর্তমানে মিডিয়ার কারণে সারাপৃথিবী হাতের মুঠোয়, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট অথবা টিভির রিমোটকন্ট্রোল চাপলেই এক দেশে থেকে অন্য দেশের খবরা-খবর সহজেই জানা যায়। দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখা যায় এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির দেখা মেলে। কিন্তু এর ভিতরে রয়েছে অনেক দেশের উগ্র সংস্কৃতি, যা ইসলামের দৃষ্টিতে পুরোপুরি নিষেধ। কিন্তু বিশ্ব সংস্কৃতির রঙ্গিন পর্দা মানুষের চোখের সামনে উন্মুক্ত, সেখানের পোশাক-পরিচ্ছদে থাকে উগ্র মনোভাবের আকর্ষণ। এই আকর্ষণের মোহ নারী-পুরুষ, ছোট বড় সবাইকেই আক্রান্ত করতে পারে। আর এতে আক্রান্ত হয়ে পড়লে মানুষের সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে কঠিন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। মিডিয়ার কল্যাণে পৃথিবীর অনেক অদেখা স্থানে না গিয়েও দেখা যায় এ কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এই দেখা এবং জানার মধ্যে কতটুকু সামাজিকতা, ভদ্রতা বা শালিনতা রক্ষা পাচ্ছে? এর প্রভাবে সমাজের অগ্রগতির পাশাপাশি কোন ক্ষতি হচ্ছে কি না? এর মাধ্যমে কোনো রকম আত্মিক উন্নতি হচ্ছে কি না? এই বিষয়গুলোও মনে রাখা দরকার।

বিজ্ঞানের প্রযুক্তি বাদ দিয়েও চলা যাবে না। মানুষের জীবন যাত্রার গতি, বুদ্ধির বিকাশ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্র উন্নয়ন হয়েছে এর মাধ্যমে। কিন্তু মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানের যে ব্যবহার, তার চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাটাও খুব কম না। অনৈতিকতার ভারে নৈতিকতা ভুলে যেতে বসেছে মানুষ, বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন উপায়ে আধুনিকতার নামে চলছে নগ্নতা, যে কারণে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে লজ্জা-শরম ও মানবিক মূল্যবোধ। একে অন্যের প্রতি আদব-কায়দা, মায়া-মহব্বত, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে, যেটা কখনোওই কারো কাম্য হতে পারে না। অসংযত হয়ে পড়ছে মানুষের শুভবুদ্ধির খেয়াল-চিন্তাধারা, এ কারণে মানুষের চোখের পর্দা সরে গিয়ে সেখানে স্থান পাচ্ছে অন্যের ক্ষতি করার অসামাজিক কার্য্যকলাপ। অথচ পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে বিশদভাবে সাবধান করা হয়েছে। আল্লাহতা'লা সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়ে সৃষ্টি জগত ও মানুষের কল্যাণের জন্য এই অমূল্য মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন পাঠিয়েছেন, আমাদের প্রিয় আখেরী নবী রহমাতাল্লিল আলামিনের মাধ্যমে। নবীজি (সাঃ) আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা সব জাতি, সব ধর্মের জন্যই মহা কল্যাণকর। সেখানে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং মাতৃত্বের মায়ার যে সম্মিলন, তার কতটুকু আমরা উপলব্ধি করতে পারছি নিজেদের জীবনে? কিংবা পবিত্র কোরআনের সঠিক শিক্ষা নিয়ে তা প্রয়োগের তাগিদ দিচ্ছি নিজেদের আত্মিক কল্যাণে? অথচ জীবনের অতি মূল্যবান সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

অনেক আগে থেকেই ও বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় যে, দরাকারে বা, বিনা দরকারে টিভি ডিশ চ্যানেল ও ইন্টারনেটে ডুবে থাকে ছোট, বড়, যুবক, বুড়া, নারী-পুরুষ সবাই। কারণ ওখানে নিত্য পণ্যের নতুন সমাহার, যা চাই, তা-ই পাই! কিন্তু এই চাওয়া পাওয়ার ফাঁক গলে ফুরিয়ে যাচ্ছে অমূল্য সম্পদ সময়। উবে যাচ্ছে যুব-সমাজ, মরণঘাতী নেশার কবলে মৃত্যুবরণ করছে একেকটি মূল্যবান জীবন, সর্বশান্ত হয়ে পড়ছে তাদের পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সমাজ তথা রাষ্ট্র। সেই সব পরিবারের বাবা-মা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখা চোখের পানি ফেলছে রাত-দিন। নাবালক শিশু-সহ নানা বয়সের নারী-পুরুষ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, হিংসা-নিন্দা, মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ দাঙ্গা-হাঙ্গমা পৃথিবীতে লেগেই আছে। সবখানে শুধু আতঙ্ক আর হাহাকার, মানুষের উপর থেকে যেন শান্তি উঠে গেছে, কেউ কারো কথা শুনছে না, সবকিছুতেই কেবল দম্ভ-অহঙ্কার। এ কারণে এক মানুষের উপর থেকে আরেক মানুষের দয়া-মায়া-মমতা, মূল্যবোধ-শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং বিশ্বাস সত্যিকার অর্থে কমে গেছে এবং যাচ্ছে। এখন বিজ্ঞানের প্রযুক্তি ও মিডিয়া কি পারে না, হারিয়ে যাওয়া লজ্জা-শরম, সামাজিক মূল্যবোধ, মায়ের মমতা এবং বাবার স্নেহ-ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে? নিশ্চয়ই মিডিয়ার পক্ষেই সম্ভম এ ধরণের গর্হিত কার্যকলাপ থেকে আপামর মানুষদেরকে রক্ষা করার সঠিক পদ্ধতি বা উপায় বেশি বেশি প্রচার করে ভুল পথ থেকে মানুষদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে। অবশ্যই মিডিয়া একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম যেখানে রয়েছে, গণ-মানুষের সমর্থন, তথ্য এবং আনন্দ-বিনোদনের স্থান। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, চিত্ত সুখ আর বিত্ত সুখ কখনোও এক না। মনের সুখের জন্য দরকার আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে রহমতের ছায়াধারা এবং বিত্ত সুখের জন্য দরকার অর্থ, আবার এই অর্থই মানুষের স্ব-ইচ্ছায় ডেকে আনে অনর্থের কঠিন জঞ্জাল।

তাই সম্মানীত পাঠকগণ, অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াবী এ সমস্ত পাপের আবর্জনা এবং আখেরে আজাবের আগুন থেকে নিজেকে, পরিবারকে, সমাজকে এবং দেশকে বাঁচতে হলে, প্রথমেই নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। কারণ, অন্তরাত্মাকে পবিত্র না করে মৃত্যু হলে, সে মৃত্যুর কোনই মূল্য নেই। আত্মার এই পরিশুদ্ধতা অর্জন করা একা একা কখনোই সম্ভব না, এর জন্য প্রতিটি মানুষকেই তার (যুগে) সময়ে একজন কামেল পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতে হয়। কারণ, মহান আল্লাহর অলি-বন্ধু হিসেবে একমাত্র তিনি-ই পারেন, অন্ধকার নষ্ট আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং আঁধার মুছে ইহকাল ও পরকালের পথকে আলোকিত করার শিক্ষা দিতে। পৃথিবীতে দেশ-জাতীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে, ভাষা-রীতি-নীতি বা সংস্কৃতি আলাদা আলাদা হতে পারে, কিন্তু উগ্রতা বা নগ্নতার বাহার কোনো ব্যক্তি বা দেশ-কালের জন্যই আধুনিকতা হতে পারে না। কারণ, এতে মানুষের মন-সহ কোন কিছুর জন্যেই সুফল বয়ে আনে না। তাই মুসলমানদের অবশ্যই কর্তব্য এ সমস্ত গর্হিত কার্য্যকলাপ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখে, পবিত্রতার সঙ্গে ঈমানকে রক্ষা করা এবং আল্লাহর ডাকে শক্ত ঈমান নিয়ে পরপারে যাওয়ার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকা।

মৃত্যুশয্যায় দয়াল নবীজির সঙ্গে

প্রথম পাতার পর

প্রিয় নবীর নূরাণী হাত মোবারক পেয়ে ইমামে আজম সেই হাতে চুম্বন দেয়া শুরু করলেন। প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! এখন আপনারাই বলুন এই রকম একজন মহান ব্যক্তি ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) বেহেশতে যাবেন কি না? উত্তরে সবাই এক বাক্যে বলবেন, নিশ্চয় তিনি বেহেশতে যাবেন। এতে কারও কোন সন্দেহ নেই। একদিন তাঁর এক ভক্ত-মুরিদ প্রশ্ন করলেন, হুজুর আপনি বেহেশতে যাবেন কি? ইমামে আজম (রহঃ) বললেন, এর উত্তর আমি পরে দিব কিন্তু তিনি উত্তর না দিয়েই কিছু দিন পর ইমামে আজম (রহঃ) ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহী ওয়াইন্না ইলাইহী রাজেউন)। যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিন রাত্রে ওই প্রশ্নকারী ভক্ত-মুরিদকে ইমামে আজম স্বপ্নে বললেন, তুমি আমার থেকে দুনিয়ায় থাকাকালীন ১টি প্রশ্ন করেছিলে যে, আমি বেহেশতে যাব কি না? দুনিয়ায় থাকতে এর উত্তর দিতে পারিনি। কবরে এসে এখন বলছি, আমি বেহেশতে যাব ইনশ্আল্লাহ। তখন সেই মুরিদ বললেন, হুজুর আপনি বেহেশতে যাবেন তা আমি জানি এবং সমস্ত মুসলমানদের বিশ্বাস আপনি অবশ্যই বেহেশতে যাবেন এতে কারও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সামান্য কথাটা দুনিয়াতে না বলে কবরে গিয়ে কেনো বললেন? উত্তরে ইমামে আজম (রহঃ) বললেন, বাবা, আমি জীবনে যত ভালো (নেক) আমল করি না কেন শেষ মুহূর্তে ঈমান (কালেমা) নিয়ে কবরে যেতে না পারলে, আল্লাহ কখনো আমাকে বেহেশতে দেবেন না। এখন দৃঢ়ভাবে বলছি, আমি বেহেশতে যাব ইনশ্আল্লাহ। কারণ আমি ঈমান (কালেমা) নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছি আলহামদুলিল্লাহ। সৌদি আরব, দুবাই, আবুধাবী, ওমান-সহ পৃথিবীর যেকোন রাষ্ট্রে গেলে ভিসা-আকামার প্রয়োজন হয়। সে সব দেশের পুলিশকে ভিসা-আকামা না দেখাতে পারলে আমাদেরকে জেল-হাজতে পাঠিয়ে দিবে এবং স্বদেশে পাঠিয়ে দিবে। ঠিক তেমনি কবর ও আখেরাতে ভিসা-আকামা হলো (ঈমান) কালেমা। ঈমান নিয়ে আমরা মৃত্যু বরণ করতে না পারলে আমাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিবে। প্রিয় পাঠক বন্ধুরা! একটু চিন্তা করে দেখুন ঈমান কত বড় সম্পদ? এই মহা মূল্যবান সম্পদের পাহারাদার হলেন, জামানার মোজাদ্দেদ আমাদের বাবাজান ক্বেবলা কুতুববাগী (মাঃজিঃআঃ)। আশ্চর্য হলেও সত্য, আমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ভেওলা মানিকচর ইউনিয়নের মরহুম আবদুল মকীমের স্ত্রী প্রকাশ জিলাপী বেগম আশেকে অলি ছিলেন। তাঁকে আমি কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র মাসিক 'আত্মার আলো' পড়তে দিই। আত্মার আলো'তে বাবাজান ক্বেবলা কুতুববাগীর নূরাণী কান্তিময় মুখশ্রী দেখে বিস্মিত ও পাগলপারা হয়ে নূরাণী চেহারার উপর হাত রেখেই বললেন, আজমী সাহেব, আমি বাবাজান ক্বেবলার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম, আলহামদুলিল্লাহ।

এরপর আমি তাঁকে অজিফানামা দিলাম, জিলাপী বেগম নিয়মিত অজিফা আদায় করতে লাগলেন। কিছুদিন পর হঠাৎ জিলাপী বেগমের ছকরাত (মৃত্যুশয্যা) শুরু হলো। ছকরাতের সময় তিনি সবাইকে ডেকে বলেন, আজমী সাহেবকে ডাকেন, এখন আমার ছকরাতের বিছানায় প্রিয় নবী (সাঃ) ও বাবাজান ক্বেবলা কুতুববাগী (মাঃজিঃআঃ) এসেছেন। আমাকে কালেমা তৈয়বা শিখাইয়া দিতেছেন। তিনি আরো বলেন, সবাই আমার ছকরাতের বিছানায় দাঁড়াইয়া প্রিয় নবীকে (সাঃ) সালাম জানান। এই কথাগুলো বলতে বলতে উচ্চস্বরে কালেমা পড়তে লাগলেন এবং কালেমা পড়তে পড়তেই জিলাপী বেগম মহান আল্লাহর দরবারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্নাইলায়াহি রাজিউন)। প্রিয় পাঠক বন্ধুরা! এখন আপনারাই চিন্তা করুন বাবাজান ক্বেবলা কুতুববাগী আমাদের (উম্মতে মোহাম্মদীর (সাঃ) জন্য কত বড় বন্ধু! যিনি ভক্ত-মুরিদগণের ছকরাতের (মৃত্যুশয্যা) মুহূর্তেও প্রিয় নবী (সাঃ)কে সঙ্গে করে এসে কালেমা (ঈমান) শিখিয়ে দেন। এর চেয়ে বড় কেরামত বা অলৌকিক ঘটনা আর কী হতে পারে?

তাই, ভাই-বোন-বন্ধরা হেলায় সুযোগ না হারিয়ে মহান আল্লাহর অলি-বন্ধু খাজাবাবা কুতুববাগীকে নিজ নিজ ছকরাতের (মৃত্যুশয্যা) সময় যখন প্রাণপ্রিয় মা-বাবা, প্রিয়তম স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন, কঠিন পরিশ্রমের অর্থ-বিত্ত ফেলে দুনিয়ার চোখের পর্দা পড়তে থাকবে কারোর-ই আপন করে মিলবে না দেখা একমাত্র মুর্শিদ ছাড়া। তখন শান্তনা বা সেবা-শুশ্রূষার কোন অভাব থাকবে না হয়তো কিন্তু সে সবের তোয়াক্কা না করে আজরাইল আসবে জান কবজ্ব করতে, শয়তান আসবে ঈমান হারা করতে এই কঠিন অন্তিম মুহূর্তে কে ছোট? কে বড়? কে ধনী? কে গুণী সে হিসাব করার সময় থাকবে না। তখন শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে হলে নারী-পুরুষ সবারই যার যার সময়ে যদি কামেল মোকাম্মেল পীর-মুর্শিদ এর সন্ধান পায়, যাঁকে দেখলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও রসুল (সাঃ) এর কথা মনে পড়ে, মৃত্যুর ভয়, পরকালের কথা মনে হয়, তবে যেন সে তাঁর কাছে সত্য তরিকার বাইয়াত গ্রহণ করে। কারণ তিনি হলেন নায়েবে নবী পবিত্র কোরআন-হাদিসে এ কথার অনেক প্রমাণ আছে। খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরও বর্তমান সময়ের নকশ্বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া সত্য তরিকার মহা-সাধু পীর-মুর্শিদ, তাঁর কাছে পবিত্র বাইয়াতের তবারকগ্রহণ করে মৃত্যুর সময় সঠিক ঈমান নিয়ে খুশি মনে কালকেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবার উদ্বাত্ত আহ্বান জানাই। পরিশেষ মহান আল্লাহতা'লার দরবারে সবার সুস্বাস্থ্য ও সুচিন্তা বৃদ্ধির তাউফিক কামনা করি।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

আমি খাজাবাবা কুতুববাগীর বাল্যকালের শিক্ষক বলছি...

প্রথম পাতার পর

থাকতেন, তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগত যে, এই ছেলেটি এত গভীরভাবে সারাক্ষণ কি চিন্তা করে? এভাবে ধীরে ধীরে আমার কাছে তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং সাধনার বিষয়টি প্রকাশ হতে লাগলো। আমি আরোও একটি বিষয় লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, তাঁর সমবয়সীরা যখন খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকতো, তখন তিনি আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমার কাছে অতি প্রিয় হয়ে উঠলেন। সারাক্ষণ কি চিন্তা করেন? এ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেন না, চুপ থাকতেন। আমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি আমাকে খুব সম্মান করতেন এবং ভয়ও পেতেন। কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে মহান আল্লাহর এই তাপসকে অনেক আদর-স্নেহ করতাম। তিনি শিশু অবস্থায় মাকে হারান তবুও তাঁর চলা ফেরায়, উঠা-বসায় এবং আচার-আচরণে সব সময়েই অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন। আমাকে মাঝে মধ্যেই দাওয়াত দিয়ে হালকা জিকিরের মাহফিল করতেন, এ বিষয়টি আমি আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতাম এবং জিকিরে অংশ নিতাম। এই গর্ভজাত অলি-আল্লাহকে আমার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা অবস্থায় পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

এক দিনের ঘটনা ২/৩ দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকায় আমি অফিস কক্ষে ডেকে এনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কদিন ধরে স্কুলে আসোনি কেনো? তিনি চুপ করে দাঁড়ায়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর জবাব দিলেন, আমি নদীর চরে গিয়েছিলাম। এক বৃদ্ধ ধলেশ্বরী নদী পার করে দেবার জন্য বললেন, আমি নৌকায় নদী পার করে দেবার সময় যখন নদীর মধ্যেখানে নৌকা তখন ওই বৃদ্ধ বললেন, বাবা তুমি কি আমাকে চেনো? আমি হলাম খিজির (আঃ) তোমার প্রয়োজনে চক্ষু বন্ধ করে ধ্যান করলেই তুমি আমাকে পাবে। এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

মহান এ তাপস তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। সে দিন থেকেই আমার মন সাক্ষ্য দিল যে, এ ছেলের জীবনে অলিত্বের ভার আসবে। আমার সেদিনের সেই বিশ্বাস আজকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর অশেষ রহমতে বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন দেখা যায় তিনি শুধু বাংলাদেশ, ভারতেই নয় সৌদিআরব, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও দুবাইসহ পৃথিবীর অসংখ্য রাষ্ট্রে দয়াল নবীজির সত্য তরিকার দাওয়াত নিয়ে পথভোলা মানুষকে আল্লাহ ও রসুলের সত্য তরিকার সন্ধান দিয়ে জামানার পথহারা মানুষকে আলোর পথে তুলে আনছেন। (সোবহানআল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!!) তাঁর জীবনের প্রতিমুহূর্ত কেটেছে নিরলস গভীর কঠিন সাধনার পথে। ছুটে বেড়িয়েছেন স্বদেশ, বিদেশের বিভিন্ন অলি-আল্লাহ, পীর-ফকিরদের মাজার শরীফ জিয়ারত করে অর্জন করেছেন তাঁদের রুহাণী ইত্তেহাদি তাওয়াজ্জুহ এবং আধ্যাত্মিক শক্তি-বল। এরই মধ্যে একদিন তিনি নকশ্‌বন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া সত্য তরিকার বাইয়াত গ্রহণ করলেন, পীরে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, জগৎবিখ্যাত আলেম, মোফাস্‌সিরে কোরআন, শাহান শাহে তরিকত শাহসুফি হযরত আলহাজ্ব মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহমদ খান মাতুয়াইলী (রহ.), যিনি আল্লাহ-নবী (সাঃ)-এর মহব্বতে দীর্ঘ একুশ বছর পবিত্র কোরআনের প্রতিটি অক্ষর ধরে ধরে সুনিপুনভাবে ব্যাখ্যা (তাফসির) করেছেন। তাঁর মাজার শরীফ ঢাকা ডেমরা থানা (দরবারে মোজাদ্দেদিয়া) মাতুয়াইলে অবস্থিত "নূরে বরকত" আছে। খাজাবাবা কুতুববাগী (মাঃ জিঃ আঃ) তাঁর কাছেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘ এগারো বছর জান ও মাল দিয়ে সার্বোক্ষণিক খেদমতে থেকে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের গভীর সমুদ্রসম জ্ঞান শিক্ষায় মহান আল্লাহ-রসুল গুণে সুশিক্ষিত হবার পর, খাজাবাবা মাতুয়াইলী (রহ.)এর পবিত্র ওফাতের কিছু দিন আগে তাঁর দরবার শরীফে হাজার হাজার আশেক-জাকের, মুরিদের উপস্থিতিতে খাজাবাবা কুতুববাগীকে তরিকার একমাত্র খেলাফত দান করেন।

তিনি বর্তমানে ঢাকা ফার্মগেটে ইন্দিরা রোড, জতীয় সংসদ ভবনের কাছে কুতুববাগ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখান থেকে মহান আল্লাহর এই অলি সারা দুনিয়াতে নকশ্‌বন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার অমূল্য নেয়ামত বিতরণ করছেন। সারাবিশ্বের শান্তিকামী মানুষের জন্যে নিদানে আশার ভরসা। আর বিপদগামীদের জন্যে হেদায়েতের নূরাণী আহ্বান "সুফিবাদই শান্তির পথ" এই আদর্শের বাণী ও সুপথে চলার দিক-নির্দেশনা প্রচার করছেন। এখানে প্রতিদিন আশেকান জাকেরান ভক্ত মুরিদ-সহ প্রায় হাজার হাজার মানুষ এসে তরিকতের বাইয়াত গ্রহণ করছেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ তরিকতের আমল, তসবিহ-তাহলিল আদায় করে আল্লাহ ও রসুলের (সাঃ)এর নির্দেশিত পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

অলি আল্লাহদের কেরামতি বুঝা বড়-ই কঠিন। আমি ২০০৭ সালে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে ক্বাবায়ে বায়তুল্লা শরীফ জিয়ারতে যাবার আগে মহান তাপসের সাক্ষাতে গেলাম। অনেক আলাপ আলোচনা করার পর আমাকে বললেন, বাবা আমি গত বছর মাষ্টার নুরুল ইসলাম সাহেব-সহ হজ্ব করেছি। কিছু দিন আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহে রাজিউন)। খাজাবাবার কাছে যখন দোয়া চাইলাম, তখন তিনি বললেন, বাবা, আপনিতো আমার বাল্য কালের ওস্তাদ-শিক্ষক আপনিই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং মদিনা শরীফে দয়াল নবীজির রওজা মোবাকের ডান পাশের দরজা বাবে জিবরিল দিয়ে ঢুকে দেখবেন একটি উঁচু জায়গা আছে, যেখানে বসে সুফি-সাধকগণ (আসহাবে সুফ্‌ফাগণ) ধ্যান-মোরাকাবা করতেন এবং বাম পাশে দেখবেন দয়াল নবীজির রওজা মোবারক, আপনি সেখানে বসে মোরাকাবা করবেন এবং আমি গুনাহগারের কথা বলবেন।

এরপর আমি মুছাফা করে বিদায় নিলাম। কাবাঘর তাওয়াফ করতে গিয়েও ওখানে তাঁর বাতেনি ইশারায় আল্লাহর দয়ায় হজ্বের সমস্ত কাজ অতি সহজভাবে আদায় করতে পেরেছি। (আলহামদুলিল্লাহ) এটাই হল কামেল অলি-আল্লাহদের সত্য কেরামতি। এই সাধকের কাছে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবি, জ্ঞাণী-মানী, ধনী-গরীব নানান শ্রেণী পেশার মানুষ-সহ অগণিত আলেম ওলামা মোহাদ্দেস, মুফতি, হাফেজ-কারীগণ তরিকতের বাইয়াত গ্রহণ করে আপন মুর্শিদের খেদমতে আত্মনিয়োগ করছেন।

মহান আল্লাহ যাঁকে বন্ধু বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন দুনিয়ার এমন কোনো শক্তি নেই যে, কেউ তাঁকে ভুল প্রমাণিত করতে পারে। অতএব, মোজাদ্দেদিয়া তরিকা এমন একটি নিয়ামত যা গ্রহণের পর নিয়মিত আমল করলে কাদেরীয়া, চিশতিয়া, নকশ্‌বন্দিয়াসহ এই চারটি তরিকার আমলের ফয়েজ, রহমত ও বরকত পাওয়া যায়। কারণ, অন্যান্য তরিকার ছবক যেখানে শেষ, সেখান থেকে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ছবক শুরু। তাঁর তরিকা ও "সুফিবাদই শান্তির পথ" এই সত্য বাণী প্রচারের যে মহতী উদ্যোগ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফল "মাসিক আত্মার আলো" পত্রিকা। এই মূল্যবান পত্রিকাটি পাঠ করলে শরিয়ত তরিকত হাকিকত ও মারফতের অনেক গোপন রহস্য জানা যায় এবং নিজেকে জানা যায়। তাই, সম্মানিত পাঠকগণ, আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান সময় থাকতে মৃত্যুর আগে কুতুববাগ দরবার শরীফে এসে খাজাবাবার কাছে রসুল (সাঃ)এর সত্য তরিকার বাইয়াত গ্রহণ করে পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হোন।

পরশ পাথর খাজাবাবা কুতুববাগী

শেষ পাতার পর

পাগল বসে আছেন। কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। এমন কি কাউকে বাইয়াত গ্রহণও করান না। তাঁর নাম হযরত জুলফিকার হায়দার আলী। তাঁর দরবার মোহাম্মদপুর। আমি তখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হই। ভাগ্যের কি পরিহাস, গত ১৪-১৫ বছর প্রতিনিয়ত তাঁর সঙ্গ দিই এবং স্বপ্নে দেখা সেই মুর্শিদকে খুঁজতে থাকি। একদিন আমি আমার ভুল বুঝতে পারি যে, হযরত শাহ আলী (রহঃ)এর কাছে কেনো বললাম না, আমার স্বপ্নের পরশ পাথরকে দেখাও। এই ভুলে অনুতপ্ত হতে থাকি। এরইমধ্যে হঠাৎ একদিন সিদ্ধান্ত নেই, আমাকে বাইয়াত নিতে হবে, অনেক দরবারে আমাকে মুরিদ করতে চাইতো কিন্তু আমি কিছু বলতাম না। তবু রাগে অভিমানে একদিন, মুরিদ হবার জন্য শাহজানপুর, খিলগাঁও ঢাকার একজন পীর সাহেবের কাছে উপস্থিত হওয়ার পর বহু সংখ্যক মুরিদ এবং পীর সাহেবের প্রধান খাদেম আমাকে দেখার পর অভিনন্দন জানালেন। উল্লেখ্য প্রধান খাদেম ওই পীর সাহেবের জন্মদাতা পিতারও প্রধান খাদেম ছিলেন, তিনি বহু দিন আগে থেকেই আমাকে মুরিদ করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি মজলিশে বসে গেলাম কিছু কথার পরেই বাইয়াত করা আরম্ভ হলো। আমিও বাইয়াতের জন্য একে অন্যের কাঁধে হাত রাখলাম, ঠিক তখনই আমার অনুভূতি হলো, সারা পৃথিবী যেন আমার বুকের উপর এসে পড়ল এবং আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হতে চলল। আমি দিশা না পেয়ে কাঁধে থেকে হাত ছেড়ে মজলিশের এক কোণে গিয়ে বসলাম এবং বসার একটু পরেই পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। আমার আর বাইয়াত নেয়া হলো না তবুও আমি ওই স্থান ছেড়ে উঠে আসলাম না। কারণ এভাবে চলে আসলে বেয়াদবি হতে পারে তাই মনে মনে ভাবলাম, সাক্ষাৎ করেই যাব। সাক্ষাৎ হলো পীর সাহেব আমাকে বললেন, বাবা এখন আপনার কেমন লাগে? আমি উত্তর দিলাম, আমার মালিকের ইচ্ছায় ভালো। তিনি বললেন, বাবা আপনাকে এখানে বাইয়াত হতে হবে না আপনার যখন ভালো লাগবে তখনই আপনি আসবেন।

আমি পীর সাহেব ও খাদেম সাহেবের নাম নিলাম না, তাহলে হয়তো পাঠকগণ আপনারা চিনবেন। এছাড়াও যদি বেয়াদবি হয় তাই আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। অবশেষে বাড়ি ফিরে আসি এবং আমার স্বপ্নে দেখা সেই পরশ পাথর মুর্শিদকে খুঁজতে থাকি ৪-৫ দিন পর আমার এক জাকের ভাই নাম মোঃ ছালাম হোসেন তিনি গোড়ান থাকেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সালেক ভাই আমি ফার্মগেটের কুতুববাগ দরবার শরীফের মুর্শিদ ক্বেবলা হযরত জাকির শাহ্ বাবার কাছে মুরিদ হতে চাই, আপনি বললে মুরদি হব। আমি তাকে বললাম, ভাই আপনি নিঃসন্দেহে বাইয়াত গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য আমি প্রতি বৃহস্পতিবার ইন্দিরা রোডে কুতুববাগ দরবার শরীফের সামনে দিয়ে ভ্যানে কাফেলা করে মিরপুর শাহ আলী বাবার মাজার শরীফে যাই। কিন্তু কুতুববাগ দরবার সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। সত্যি এই দরবার এবং খাজাবাবা সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিলনা যে, এখানে মহান আল্লাহর নূর প্রজ্বলিত আছে। সেই নূরের আলো যে পৃথিবী জুড়ে আলোকিত করবে তা জানা ছিল না। আমি ভাবতে শুরু করলাম যে, ছালাম ভাইকে বললাম আর তিনি বাইয়াতও হলেন, কিন্তু আমি তো কিছুই জানিনা। ঠিক তার পরের বৃহস্পতিবার আমি নিজেই কুতুববাগ দরবার শরীফে উপস্থিত হয়ে পীর সাহেবকে দেখে একপ্রকার দিশেহারা হয়ে যাই এবং আবেগ তাড়িত হয়ে কেঁদে ফেলি। আর মনে মনে ভাবতে থাকি যে, হে আমার দিশারী ঢাকার ফার্মগেটে থেকেও আমাকে বাংলাদেশের কত প্রান্তেই না ঘুরিয়েছেন। আমি কি এতই পাপী যে, এত বছর বুকে জ্বালা নিয়ে ঘুরতে হয়েছে? এবং আমার ইচ্ছা করছিলো স্বপ্নে দেখা সেই পরশ পাথরকে এবার বাস্তবে পেয়েছি তাই সবার মধ্য থেকে তুলে এনে হৃদয়ের মধ্যে রাখি। পরে পুনঃরায় জাহেরি বাইয়াত গ্রহণ করে সাক্ষাতের জন্য সামনে উপস্থিত হই। ইতিমধ্যে গোড়ান, সিপাহীবাগ এলাকার বাসিন্দা মাওলানা জোবায়ের হাসান সাহেব আমাকে দেখে আনন্দিত হলেন। অবশ্য জোবায়ের ভাইয়ের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই তরিকার পথে জানাশুনা। তিনি খাজাবাবা কুতুববাগীর সামনে উপস্থিত হয়ে আমার নাম না বলে বললেন, বাবা, ভাইজান আমার এলাকার এবং তরিকার লাইনে অনেক উপরে। এর উত্তরে খাজাবাবা বললেন, জোবায়ের বাবা, সালেক বাবাকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনি, আর তার সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমার নাম তাঁর মুখে শোনা মাত্র আমার বুঝতে আর বাকি রইল না যে, এই আমার স্বপ্নে দেখা সেই পরশ পাথর। আমার আঁধার পথের আলো, চোখের জ্যোতি, বিপদের কাণ্ডারি ক্বেবলায়ে দোজাহান দরদি মুর্শিদ হযরত জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর। সম্মানীত পাঠকবৃন্দ আমার বর্ণনায় কোনো ভুলত্রুটি বা বেয়াদবি হলে ক্ষমা করবেন।

কুতুববাগ আত্মার শান্তির

শেষ পাতার পর

পবিত্র সান্নিধ্যেই মিলবে সেই শান্তির সু-বাতাস। কিন্তু আল্লাহর অলির সান্নিধ্য কি সবাই পায়? আলেমগণের জবান থেকে শুনেছি, মহান আল্লাহপাক ফিরাউনকে এ দুনিয়ায় চারটি উপহারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যথা (১) কিয়ামত পর্যন্ত হায়াৎ (২) বার্ধক্য থেকে মুক্তি (৩) কিয়ামত পর্যন্ত ক্ষমতার সিংহাসন (৪) কিয়ামত পর্যন্ত সুস্থ্যতা। এত বড় মহামূল্যবান পুরস্কারের প্রস্তাব পাওয়ার পরেওকি ফিরাউন ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল? না, আসেনি। এটা নসিবের ব্যাপার, নসিবে না থাকলে তা কখনোই হয় না। নসিব যাদের ভালো, মহান আল্লাহপাক যাঁদেরকে পছন্দ করেছেন, শুধু তাঁরাই বাবাজান ক্বেবলার পবিত্র সান্নিধ্য পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন।

পীর-মুর্শিদ কি? অথবা কেমন? আমি জানতাম না। কিন্তু এক শুভক্ষণে মহান আল্লাহপাক অত্যন্ত দয়া করে, মেহেরবানী করে খাজাবাবা কুতুববাগীর সন্ধান আমাকে দিয়েছেন। যাঁর পবিত্র ছায়াতলে আমি পেয়েছি মহাশান্তির সন্ধান। আমার খাজাবাবা কুতুববাগীর পবিত্র মুখের দিকে তাকালে, ভুলে থাকা যায় দুনিয়ার শত কষ্ট-দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা, ফিরে পাওয়া যায় শান্তির আসল ঠিকানা। বাবাজানের পবিত্র জবান থেকে শুনেছি, বাবা, ধরতে হলে ধরার মতো ধর, মরতে হলে মরার আগে মর।, এই আমি গোনাহগার প্রায় চার বছর বাবাজানের চরণের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছি কিন্তু ধরার মত ধরতে বা মরার আগে মরতে কোনটাই সঠিকভাবে পারিনি। কিন্তু তবুও আমার মত গোনাহগারকে বাবাজান তাঁর পবিত্র চরণে ঠাঁই দিয়েছেন, এটা আমার সব থেকে বড় পাওয়া। আমি সর্বোদাই ভয়ে থাকি কখন যেন আমার কোন বেয়াদবি হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহর অলির সঙ্গে বেয়াদবি মানেই তো নিশ্চিত ধ্বংস। আমি সব থেকে অবাক হই বাবাজান ক্বেবলার সুন্দর ব্যবহারে। আল্লাহর অলি কাকে বলে, বাবাজানের ব্যবহার না দেখলে বুঝতে পারতাম না। বাবাজানের সান্নিধ্যে এলে মনে পড়ে যায়, দয়াল নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সাঃ)এর কথা। যাঁর উত্তম আচরণে কত কঠিন হৃদয় নরম-কোমল হয়ে গেছে। পরিশেষে আমার লেখার ভূল ভ্রান্তি ক্ষমা চেয়ে এবং ভবিষ্যতে আরোও ভালো কিছু লেখার দোয়া প্রর্থনা করে শেষ করছি।

আমার জীবনধারা বদলেছেন মুর্শিদ

শেষ পাতার পর

পচিশ বছর। এই ছোট বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আমি কোথায় যাই, কি করি কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। স্বামীকে নিয়ে কোথায় গেলে একটু আশার বাণী শুনতে পারবো? আমি দিশেহারা হয়ে যাই, আমার সঙ্গি হলো শুধু কান্না। কারণ, কেউ আমার পাশে ছিলো না, একেবারে অসহায় হয়ে গেলাম, কিন্তু তার পরও আমি শুধু এক আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাইনি। আল্লাহর দরবারে শুধু কেঁদেছি রাতের পর রাত, কী যে দুর্বিসহ সময় পার করেছি! সে শুধু আল্লাহ-ই জানেন। এমন হতাশার গ্লানি নিয়েই একদিন স্বামী গেলেন এক হোমিও প্যাথিক ডাক্তারের কাছে, দীর্ঘদিন তাঁর ঔষধ গ্রহণ করার পর হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম, সেই ডাক্তারও চলে গেলেন পরপারে, (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্নাইলাইহে রাজিউন) হায় আল্লাহ! আরও অন্ধকার নেমে আসল। যাই হোক, একদিন স্বামীর অফিসে (দৈনিক বর্তমান পত্রিকা) ল্যাবএইড এর একটি মেডিক্যাল টিম আসল, আমার স্বামী উক্ত পত্রিকায় জিএম হিসেবে কর্মরত। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিলো, লিভার এর কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করাবেন, ওই সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। কারণ, মধ্যে মধ্যে তাঁর পেটে ব্যাথ্য হতো, প্রচন্ড ব্যাথা, অসহনীয় যন্ত্রণা, যা ইনজেকশন ছাড়া কমতো না। শুধু তাই নয়, মাঝে মধ্যেই ব্লিডিং হতো এবং হাই ব্লাড প্রেশার ছিলো। তাঁকে সব সময় সাহস দিতাম এই বলে যে, আল্লাহ আমাকে এতো বড় বিপদে অবশ্যই ফেলবেন না। আল্লাহ নিশ্চয়ই একটা কিছু করবেন, এটা ছিলো আমার বিশ্বাস এবং মনে মনে আমি এমন কাউকে খুঁজতাম যাঁর উছিলায় আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন ও দয়া করবেন। আর বলতাম, হে আল্লাহ তাঁর দেখা মিলিয়ে দাও। জানি না, কেন জানি, নিজেরই অজান্তেই ইচ্ছা জাগতো মনে, আমি আমার স্বামীকে প্রায়ই বলতাম, দেখ সব একদিন ঠিক হয়ে যাবে। যাই হোক, সাহস করে সমস্ত শরীর পরীক্ষা করালাম, অন্য সব ঠিকঠাক ছিলো কিন্তু শুধু লিভারের রিপোর্টাই ভালো আসলো না। আমার স্বামী এবার সত্যিই খুব ভেঙ্গে পড়লো, কিন্তু তাঁকে বুঝতে দেইনি যে, আমিও ভয় পাচ্ছি! এই ভাঙ্গা-চোরা মন নিয়েই তাঁকে বার বার সাহস জুগিয়ে গেলাম। পরের ঘটনা আমার স্বামী অফিসে যাওয়ার পর তাঁর দীর্ঘ দিনের পরিচিত ও কলিগ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি নাসির আহমেদ ভাইজানের সঙ্গে শারীরিক অবস্থা নিয়ে আলাপ করছিলেন। নাসির ভাই তাঁর কথা শুনে, তাঁকে পরামর্শ দিলেন এবং তাঁর নিজের জীবনের সেই ভয়াবহ রোগ লিভার সিরোসিসের সঙ্গে জীবন-মরণ দিনগুলোর কথা বললেন। নাসির ভাই মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন। কে ফিরিয়ে আনলো নাসির ভাইকে? এই ভয়াবহ মৃত্যুর দুয়ার থেকে? কার উছিলায় আল্লাহতা'লা এতো বড় দয়া করলেন তাঁকে? তিনি কে? আহারে! কত দয়াবান তিনি আর কেউ নন, আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ, আমাদের পরশমণি, আমাদের নয়নের মণি, সুফি-সাধক আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল যুগের শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক হেদায়াতের হাদী নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বর্তমান যুগের ধারক ও বাহক খাজাবাবা কুতুববাগী শাহসুফি আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ (মাঃজিঃআঃ) ক্বেবলাজানের উছিলায়, দোয়ার বরকতে। আল্লাহ কী না পারেন? রাতকে দিন আবার দিনকে রাত বানিয়ে দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, নাসির ভাই নিজ মুর্শিদের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে নিজের জীবনকে ধন্য করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি আমাদের মত বিপদগ্রস্থ দিশেহারা, হাতাশাগ্রস্থ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। নাসির ভাই আমার স্বামীকে (রিয়াজ শাহী) সঙ্গে নিয়ে বাবার কুতুববাগ দরবার শরীফে হাজির হলেন। বাবাজান ক্বেবলাকে নাসির ভাইয়ের কিছু আর বলবার প্রয়োজন হলো না। বাবাজান ক্বেবলা প্রথম দর্শনেই আমার স্বামীর আদ্যপান্ত সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করলেন এবং খুব আদরের সঙ্গে বলে দিলেন, কি বাবা, লিভারের সমস্যা? আল্লাহ্ সব ঠিক করে দিবেন। (সুবাহান আল্লাহ!) শাহী তখন বাবার কদম মোবারকের কাছে বসে, বাবাজান ক্বেবলার পবিত্র কদম ধরে কেঁদে দিলেন। প্রথমে শাহী যখন বাবাজান ক্বেবলার নূরাণী চেহারাখানি এক নজর দেখলেন, শাহীর বুকে এমন এক কম্পন সৃষ্টি হলো যেন, প্রাণে এক অজানা ঢেউ এসে আঁচড়ে পড়লো। হৃদয়ে জেগে উঠলো এক ভক্তির তুফান, মরা নদী ভেসে গেলো প্রেমের জোয়ারে...! তখনই শাহী, বাবাজানের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে, জীবন করে নিলো পূতপবিত্র। শাহীর অন্ধকার জীবন ফিরে পেলো নতুন আলোর সন্ধান। যে আলোর আশায় নয়টি বছর ভয় ও হতাশার অন্ধকারে ডুবে ছিলাম, সেই আলোর দিশারী এই মুহূর্তে শাহীর মাথায় তাঁর পবিত্র নূরাণী হাতখানি বুলিয়ে দিলেন। চেহারা মোবারকের কী এক অপূর্ব কান্তিময় রূপের মাধুর্য্য, মায়াময় কণ্ঠ নিসৃত মধুর আওয়াজ পেয়ে, সত্যিই শাহী ধন্য হয়ে গেলো। হয়তো বা তখনই সমস্ত বালা মুছিবত রোগ-শোক ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে গেছে। শাহী বাবাজান ক্বেবলার পবিত্র দরবার থেকে বাসায় আসার তিনদিন পর রিপোর্ট আনতে গেলো। শাহীর চেকআপের এই রিপোর্টা ছিলো (আর.এন.এ), লিভারের সব চেয়ে কঠিন একটা পরীক্ষা। লিভারে যদি সূক্ষ্মভাবেও কোন ভাইরাস থাকে, তবে তা এই (আর.এন.এ) রিপোর্টে ধরা পড়বে। যাই হোক, রিপোর্ট পাওয়ার পর শাহী চিন্তিত হয়ে গেল, কারণ গত নয় বছরে এই রিপোর্টটি সব সময় পজিটিভ এসেছে। কিন্তু, একি! আজকের রিপোর্টতো নেগেটিভ। শাহী অস্থির হয়ে আমাকে ফোন দিলো। আমি পাগলের মত কান্না করতে করতে গাড়ী নিয়ে দৌড়ে গেলাম ল্যাবএইড হাসপাতালে। সেখানে ডাক্তারের সিরিয়াল নেওয়া ছিলো, আমরা দুজন সঙ্গে শাহীর কলিগরাও ছিলো। সবাই বাহিরে অপেক্ষা করছিলো, আমরা দুজন ডাক্তারের চেম্বারে প্রবেশ করলাম, ডাক্তার সেলিমুর রহমান সমস্ত রিপোর্ট দেখে বললেন, আপনার রিপোর্ট তো নেগেটিভ এসেছে, রিপোর্ট ভালো। আমি হতবাক হয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললাম, সবই তোমার দয়া প্রভু, তুমি সব পারো, তোমার দয়ার শেষ নেই। তুমি দয়া না করলে, আমি

> দীর্ঘ নয়টি বছর মৃত্যু যন্ত্রণা কি? এবং কত ভয়াবহ? তা আপনজন হারানোর ভয় থেকে বুঝতে পেরেছি। হতাশায় মনে হতো ফাঁসির আসামীর মতো এই বুঝি কাল ফাঁসি হয়ে যাবে! একটি একটি করে দিন গুনতে গুনতে নয়টি বছর পার করেছি। আমার স্বামীর লিভারের রোগে আক্রান্ত হয়ে দেশে বিদেশে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সম্ভাবনার আলো কোথাও দেখতে পাইনি, হতাশার কালো আঁধার মুখে ফিরে এসেছেন। কিন্তু...

কোথায় পেতাম আমার মুর্শিদ ক্বেবলাজানকে? নয় বছরে তো পাইনি অনেক খুঁজেছি, তোমার হুকুম ছাড়া কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই, মাবুদ মাওলা। তারপর থেকে আমিও বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য অস্থির হয়ে গেলাম, বাবাহুজুরের কদম মোবারক স্পর্শ করে নিজেকে পূতপবিত্র করে তুলবো সেই আশায়। বাবাজানক্বেবলার দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ বাবাজান ক্বেবলার দোয়ায় আমাদেরকে সেই তাওফিক দান করুক! আমিন।

তারপর বাবাজান ক্বেবলার দরবারে যাওয়ার আগেই বাবাজান ক্বেবলাকে স্বপ্নে দর্শন লাভ করে আমি ধন্য হই। আমি আরও অস্থির হয়ে যাই। আমার স্বামী আমাকে সান্তনা দিয়ে বলেন, আল্লাহর হুকুম যেদিন হবে, সেই দিন আমি তোমাকে নিয়ে যাব। আমি আবার পর পর বাবা ক্বেবলাজানকে কয়েকবার স্বপ্নে দেখি। এরপর আমার ভক্ত-হৃদয় আর বাঁধা মানে না, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার শরীর যেন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার কাঁদতে কাঁদতে আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, স্বপ্নে দেখি, বাবা ক্বেবলাজান আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কি যেন আমাকে বলছিলেন। আমার শুধু এতটুকু মনে হচ্ছিলো বাবা ক্বেবলাজান আমাকে তাঁর দরবার শরীফে যেতে বলেছেন। আমি ঘুম থেকে লাভ দিয়ে উঠেই হাউ মাউ করে কান্নায় ভেঙ্গে পরি সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীকে (অফিসে) ফোন দিই এবং তাঁকে বললাম, আমাকে বাবা যেতে বলেছেন, অবাক কাণ্ড! সেই দিনই নাসির ভাইয়ের কাছে বাবা ক্বেবলাজান খবর বলেছেন, শাহী যেন বউ মাকে নিয়ে শুক্রবার দিন আসে, বউ মা দরবারে এসে জুমার নামাজ পড়বে এবং বাইয়াত গ্রহণ করবে। এই খবর যখন আমি জানতে পারলাম, তখন থেকে আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। পরের দিন শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারটায় স্বামীর সঙ্গে পবিত্র দরবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই, দরবারের কাছাকাছি যখন চলে আসি আমার হৃদয়ে ভয় ও আনন্দ দুটোই কাজ করছিলো। ভয় ছিলো এ জন্যে যে, না জানি কোন আদবের ঘাটতি হয়, না জানি কোন কারণে বাবাজান অসন্তুষ্ট হন। আবার ভাবছি, না আমার ক্বেবলাজান দয়ার সাগর, অমানুষকে মানুষ করা, পথহারাকে পথ দেখানো, পাপের শেওলা পরা দিলগুলিকে ঘসে মেজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা খুবই কঠিন কাজ, এই কঠিন কাজটিই সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে পৃথিবীতে এমন সুফি-সাধকদের পাঠিয়েছেন। মহা সাধকরা এই পৃথিবীতে না আসলে, না থাকলে পৃথিবী কবেই পাপের সাগরে তলিয়ে যেত। এই চিন্তা করতে করতে চলে গেলাম কুতুববাগ দরবার শরীফে। শাহী আর আমি লিফটে উঠে গেলাম ৪ তলায়, সেখানে নাসির ভাই এবং বিপ্লব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। এঁদের মধ্যে শাহীর সঙ্গে পত্রিকাতে কাজ করেন নাসির ভাই এবং বিপ্লব ভাই কাজ করেন একটি জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে। এঁরা দুজনই দীর্ঘ বছর ধরে বাবজান ক্বেবলার নৈকট্য লাভে ধন্য হচ্ছেন, তাঁদের মাধ্যমে আমরাও সহজেই বাবা ক্বেবলাজানের সাক্ষাৎ লাভ করি। আমি চলে গেলাম মহিলা ভক্তদের বসার স্থান ৬ষ্ঠ তলায়, ওখানে সমস্ত মহিলাদের বসার, নামাজের এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ওই অংশটুকু মহিলা ভক্ত-আশেক-খাদেমদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, মহিলারা পীর-আম্মা হুজুরের মাধ্যমে বাবার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করান। জুমার নামাজ শেষ করে অপেক্ষা করলাম আম্মা হুজুরের সাক্ষাৎ লাভের আশায়, তারপর আম্মাহুজুর আসলেন, আম্মা হুজুরের পবিত্র কদমদুখানি স্পর্শ করে দোয়া চাইলাম, আম্মাহুজুর আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন এবং আমার ক্বলবের স্থান আম্মা হুজুরের পবিত্র শাহাদাৎ আঙ্গুলের সাহায্যে চিহ্নিত করে দিলেন। তারপর আম্মাহুজুরের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাবাজান ক্বেবলার সাক্ষাৎ লাভের আশায় বসে রইলাম, কখন বাবা ডাকবেন? জানি না। শুক্রবার এমনিতেই অসংখ্য ভক্ত-আশেক-জাকের ভাইসহ মুসুল্লিদের ভীর লক্ষ্য করেছিলাম প্রথমেই। এরইমধ্যে হঠাৎ খবর এলো, বাবা ক্বেবলাজান ডেকেছেন, ছুটে গেলাম। দরজার কাছে দেখি আমার স্বামী আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। পরে দুজন নাসির ভাই ও বিপ্লব ভাইয়ের সঙ্গে বাবাজান ক্বেবলার আরোও একজন খাদেমসহ লিফটে উঠে গেলাম বাবাজান ক্বেবলার হুজরা শরীফের 'দায়রায়ে জান্নাতুল মাওয়া' উদ্দেশ্যে ১০ তলায়। হুজরা শরীফে প্রবেশ করে আমি আরও ধন্য হলাম এবং মনে হলো, এত মনোরম স্নিগ্ধ পরিবেশ দেখে যেন মনে হলো স্বর্গে উঠে এসেছি! যে স্থানে বসে বাবাজান ক্বেবলার লাখো ভক্তের নালিশ শুনেন, সেই কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে ক্বেবলাজানের খাদেম, তিনিই একজন দুইজন করে ভক্তদের ভিতরে প্রবেশ করতে সহযোগিতা করছেন। আবার বের হওয়ার সময় দরজা খুলে দিচ্ছেন। আমাদের আগে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, তাঁরা বের হওয়ার সময় আমি দূর থেকে এক ঝলক বাবাজান ক্বেবলার নূরাণী মুখশ্রী দেখতে পেয়েই, সঙ্গে সঙ্গে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, হার্ট বিট বেড়ে গেল, মন বললো একি দেখলাম? এযে আসমানের ফেরেশতা, এতো নূর, এতো পবিত্রতা কোন মানুষের মধ্যে থাকতে পারে তা আমার চিন্তার বাইরে ছিলো। কারণ আল্লাহতা'লা দেখতে কেমন জানি না, আল্লাহর রসুল কেমন তাও দেখিনি শুধু অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি মাত্র।

বাবাজান ক্বেবলার সান্নিধ্যে থেকে অনেকে পাপ মুক্ত হচ্ছে। আমি আর শাহী একসঙ্গে প্রবেশ করলাম, দূরে থেকেই ক্বেবলাজানের পবিত্র কদম ছুঁয়ে দুজনেই সালাম করলাম। বাবাজান ক্বেবলা আমাদের দোয়া করলেন। তরিকার নিয়ম অনুযায়ী আমল করতে বললেন, সব সময় দরবারে আসা যাওয়া করতে বললেন, তারপর বাবাজান ক্বেবলা আমাদেরকে কিছু নসিহত করে ছুটি দিলেন। এরপর থেকে আমার মনে এক অদ্ভুত মায়া সৃষ্টি হলো মুর্শিদ-বাবাজানের জন্য। সংসারে স্বামী, সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন, সবার জন্য ভালোবাসার এক এক রকম বহিঃপ্রকাশ ঘটে কিন্তু এ ভালোবাসা দুনিয়ার কোন সর্ম্পক নয়, এতো স্বর্গীয় সম্পর্ক। যা আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহর রসুলের, রসুলের সঙ্গে মুর্শিদের এবং মুর্শিদের সঙ্গে মুরিদের অর্থাৎ তরিকতের রূহানী সন্তানের। আমি আল্লাহর দরবারে অনেক শুকরিয়া আদায় করছি, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কতইনা ভালোবাসেন। বান্দা এতো ভুল, এতো পাপ করার পরও আল্লাহ বান্দার হেদায়াতের জন্য তাঁর মনোনীত অলি-বন্ধু আমাদের মুর্শিদের দরবারে পৌঁছে দিয়ে থাকেন। জীবন বদলে গেছে আমার মুর্শিদ বাবাজানের পবিত্র কদমে এসে। জিকির-আসকার-ইবাদত-বন্দেগী সর্বপরি নামাজে পরম প্রশান্তি পাচ্ছি, বাবাজান ক্বেবলা খাজাবাবা কুতুববাগীর উছিলায়। আমি ধন্য।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর
–আল কোরআন

আমার আলো

ক্বেবলাজান হুজুরের সঙ্গে ভারতের পাঞ্জাব ও আজমীর শরীফ সফরে অলৌকিক ঘটনা

জি. এম খোরশেদ আলম

২০১১ সনের ঘটনা। আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিলো খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের সঙ্গে ভারত সফর করার। ওই সফরে আমরা প্রায় ১৪-১৫ জনের একটি কাফেলা নিয়ে প্রথমে আমরা যাই ভারতের পাঞ্জাবে অবস্থিত আমাদের মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ইমাম হযরত শেখ আহাম্মদ সেরহিন্দ কাইউমে জামানী মোজাদ্দেদ আল-ফেছানি আল-ফারুকী (রহঃ)এর পবিত্র মাজার শরীফ। সেখানে আমরা দুইদিন অবস্থান করার পর বাবাজান আমাদের আদেশ করলেন আজমীর শরীফে হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতি (রঃ)এর পবিত্র মাজার শরীফে যাবার জন্য। আমরা শেরহিন্দ শরীফ থেকে আজমীর শরিফে চলে আসলাম। আজমীর শরিফে আমরা হাজী সৈয়দ অহিদ হোসেন চিশতি সাহেবের অতিথি-শালায় অবস্থান করি। পরদিন সন্ধ্যায় আমার জাকের ভাই হাজী মহিউদ্দিন সাহেবকে নিয়ে মাজার শরীফ জিয়ারত করি। যাঁরা আজমীর শরিফে খাজাবাবার দরবারে গিয়েছেন তাঁরা জানেন, সেখানে দুইটি বিশাল বড় ডেগ (পাতিল) আছে। যাতে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ভক্তদের জন্য তবারক রান্না করা হয়। আমি হাজী মহিউদ্দিন ভাইকে বললাম, বড় ডেকে (পাতিলে) তবারকের জন্য কিছু চাউল দিতে চাই। তিনি রাজি হলেন, আমরা মুদি দোকনে গিয়ে কিছু চাউল কিনলাম। এরপর বড় ডেগে চাউল দিয়ে আমরা ফিরে আসার সময় আমাদের সফরসঙ্গী অন্য জাকের ভাইদের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা টুপি, তসবিহ, আতর বিক্রয় করে এমন দোকানের সামনে অবস্থান করছিলো। আমিও কিছু জিনিস কেনার জন্যে আমার কমরে বাঁধা হাজী বেল্টে হাত দিই কিন্তু মানিব্যাগটি পাই না! কিছুক্ষণ আগেও তবারকের চাউল কেনার সময় মানিব্যাগটা সেখানেই পাসপোর্ট এর সঙ্গে ছিলো। প্রায় আধা ঘন্টার ব্যবধানে মানিব্যাগটি না পাওয়ায় আমি খুবই অবাক হই এবং চিন্তিত হয়ে সফরসঙ্গীদের জানাই। তাঁরাও কয়েকজন আমার সমস্ত পকেট খুঁজে মানিব্যাগটি পেলেন না। তাঁরা আমাকে সান্তনা দিলেন। কিন্তু পরক্ষণে আমি খুব ভেঙ্গে পরলাম এই ভেবে যে, খাজাবাবার দরবারে না জানি কি ভুল হয়েছে বা অপরাধ করে ফেলেছি আমি। নইলে এই পবিত্র স্থানে আমি কেন এমন দুর্দশায় পড়লাম? আমি কোথায় অন্যায় করেছি? কি অন্যায় করেছি? কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এমন অনেক প্রশ্ন আমার মনে ঘুরতে লাগলো। আমার মন প্রচন্ডভাবে অশান্ত হয়ে উঠলো। আমি ওই স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ এবং নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম। আমি ধরেই নিলাম, যে আমার কোন ভুল বা অন্যায় হয়ে গেছে, আর তাই আমার এই পরিণতি। আজ বিদেশের মাটিতে আমার সমস্ত টাকা হারিয়ে ফেলেছি। আমি মনে মনে আমার অপরাধের জন্য খাজাবাবার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিলাম এই বলে যে, বাবা আজ আমার মহান মুর্শিদ এর সঙ্গে সফর করছি এবং তাঁরই নির্দেশে আপনার দরবারে এসেছি। আমি অনেক ভেবেও কিছু মনে করতে পারছিনা যে, কী ভুল আমি করেছি আপনার দরবারে। তবে বেয়াদবি বা অন্যায় অবশ্যই আমার হয়েছে। সেই জন্যই আজ আমার এই শাস্তি। খাজাবাবা, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। এইভাবে মনে মনে ক্ষমা চাওয়ার পরেও আমার মন শান্ত হচ্ছিলো না। আশপাশে কি হচ্ছে কিছুই ভালো লাগছিলো না। আমি ওই স্থানেই ছটফট করছিলাম। এমন সময় আমার মনে হলো, আমি তো আমার মুর্শিদের নির্দেশেই এখানে এসেছি, আমার মুর্শিদ তো সবই জানেন। তাঁকেই আমার সব কথা বলা উচিৎ। আমি তখন ওই স্থানে দাঁড়িয়েই মোরাকাবার মাধ্যমে আমার বাবাজানের পবিত্র কদম মোবারকে চলে গেলাম। আর বললাম, বাবাজান আপনার নির্দেশেই মহান অলির দরবারে এসেছি। কি বেয়াদবি, কি অন্যায়, কি অপরাধ করেছি বুঝতে পারছি না। আপনি তো সব জানেন, আমার কিছুই ভালো লাগছে না আমার মন অশান্ত হয়ে আছে। আপনিই পারবেন বাবা আমার মনকে শান্ত করে দিতে। আমার কাছে আর কোন টাকা-পয়সা নেই। টাকা ছাড়া কীভাবে চলা চল করবো জানিনা। বাবা আপনি দয়া করলে আমার হারিয়ে যাওয়া টাকা ফিরে পাবো। এই নালিশ আমার মুর্শিদের কদমে করতে থাকলাম। কতটা সময় আমি ঐখানে দাঁড়িয়ে মোরাকাবা অবস্থায় ছিলাম বলতে পারবো না, আমি তন্দ্রার মধ্যে ছিলাম। যখন আমার তন্দ্রা কেটে গেলো, আমি বুঝতে পারলাম আমার ডান হাত পেন্টের পেছনের পকেটে এবং আমার দুইটি আঙ্গুল পকেটের মানিব্যাগ স্পর্শ করে আছে। আমি মানিব্যাগটি হাতে নিয়ে উপস্থিত আমার জাকের ভাইদের দেখালাম। তাঁরা সবাই অবাক! আমি বললাম, দেখেন আমার মহান মুর্শিদের দয়া। এটাই অলি-আল্লাহর কেরামতি।

নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দরে কুতুববাগ দরবার শরীফের নির্মাণাধীন জামে মসজিদের নকশা

সম্মানিত আশেকান, জাকেরান ভাই ও বোনেরা

আস্‌সালামু আলাইকুম

আল্লাহতা'লার রহমতে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আগামী ৩০ আগস্ট ২০১৪ইং, ১৫ ভাদ্র, ১৪২১ বাংলা, ৩ জিলকদ ১৪৩৫ হিজরী, রোজ: শনিবার বাদ যোহর নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানাধীন (বন্দর সাবেক রেল ষ্টেশন সংলগ্ন) কুতুববাগ জামে মসজিদের শুভ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে আমাদের দরদী মুর্শিদ শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা দয়াল খাজাবাবা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের উপস্থিতিতে, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ দেশবরেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আপনারাও আমন্ত্রিত।

দরবার শরীফের সকল আশেকান জাকেরানদের পক্ষে

আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন	*মোহাম্মদ ইউনুছ*
সাধারণ সম্পাদক	সভাপতি
কুতুববাগ দরবার শরীফ	কুতুববাগ দরবার শরীফ
চেয়ারম্যান, আল জয়নাল গ্রুপ	চেয়ারম্যান, ইউনুছ গ্রুপ

কুতুববাগ আত্মার শান্তির কারখানা

রয়েল আহমেদ

একটুখানি শান্তির আশায় আমরা কত কিছু করছি। মানুষ আমরা, যে যার স্বার্থ রক্ষায় জড়িয়ে পড়ছি নানাবিধ অশান্তি আর প্রতি মুহূর্তে পাপের পথে, সরে যাচ্ছি আপন-আলোয় থেকে। সমস্ত ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমরা ছটফট করি। কোথায় গেলে একটু শান্তি পাব সারাক্ষণ তা-ই খুঁজতে থাকি। কিন্তু যতটা শান্তির চেষ্টা করছি তার থেকে বেশি অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ছি। জান্নাতে মহান আল্লাহপাক জান্নাতিদের জন্য থাকা-খাওয়াসহ সকল প্রকার সু-ব্যবস্থা রেখেছেন। কিন্তু থাকা-খাওয়া ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা থাকলেই কি শান্তি পাওয়া যায়? এ দুনিয়ার জিন্দেগিতে অনেকেরই বিলাশবহুল গাড়ি, বাড়ি ও থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা আছে। তাই বলে কি তারা শান্তিতে আছে? জান্নাতে নিয়ামতগুলোর মধ্যে সব চেয়ে বড় একটি নিয়ামত হচ্ছে মানসিক শান্তি। মনের সুখই প্রকৃত সুখ। যে সুখ এ দুনিয়ায় শুধু একজন আল্লাহ অলির সান্নিধ্যে গেলেই পাওয়া যায়। সেই সুখের কারখানা হচ্ছে কুতুববাগ দরবার শরীফ। বাবাজান ক্বেবলার

৩-এর পাতায় দেখুন

আমার জীবনধারা বদলেছেন মুর্শিদ ক্বেবলা কুতুববাগী

রেবেকা সুলতানা রোজি

বর্তমান সময়ের পথহারা পাপী-তাপী এবং অল্প জীন্দেগীর মানুষ যাতে করে, অতি অল্প সময়ে ও কম পরিশ্রমে সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারেন, সে জন্য আমার মহান পীর-মুর্শিদ, দস্তগীর রওশান জামীর, ক্বেবলায়ে দোজাহান আরেফে কামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল মোজাদ্দেদে জামান শাহ্‌সুফি আলহাজ্ব হযরত মাওলানা খাজাবাবা কুতুববাগী (মাঃজিঃআঃ) ক্বেবলা ও ক্বাবা যে শিক্ষা দেন তা হলো, আত্মশুদ্ধি লাভ করা, এবং পরিপূর্ণভাবে নিজেকে চেনা-জানার। এখানে সবার জন্য আত্মশুদ্ধির মত মহা নেয়ামতের ব্যবস্থা করা হয়। আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটানো হয়। এখানে মানুষের আত্মার রোগের চিকিৎসা করা হয়। মানুষের আত্ম অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, কৃপণতা, অলসতা, অভদ্রতা, মূর্খতা ও হুজ্জতি ইত্যাদিকে মহাস্রষ্টার নামে জিকির ও সাধানার মাধ্যমে পরিবর্তন করিয়ে পর্যায়ক্রমে আত্মশুদ্ধির নিয়মিত সাধনার ফলে, মানুষের আত্মা একটি বিশেষ শক্তিধর হয় এবং তখন মহা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হয়। আমার পীর ক্বেবলাজানের নকশ্‌বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সুমহান শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করে, মুহূর্তের মধ্যেই অগণিত পাপী-তাপীদের দিলের অন্ধকার মুছে আল্লাহ ও রসুল (সাঃ)এর ইশক-মহব্বতে ভরপুর হয়ে যায়, মুর্দা দিল জিন্দা হয়ে আল্লাহ, আল্লাহ জিকির ধমনীতে স্বর্গীয় তেজে বলিয়ান হয়ে, অসংযমী দিলকে আবদ্ধ করে রাখে। একাগ্রতার সঙ্গে হুজুরী দিলে নামাজ আদায় করে, হাকিকতের যোগ্যতা অর্জন করে। শুধু তাই নয়, দৃঢ়তার সঙ্গে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণের যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। আমার মুর্শিদ ক্বেবলাজানের শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করলে, শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ এই শিক্ষার মাধ্যমে ক্বালবের মুখে আল্লাহ আল্লাহ জিকির জারি হয়, ফলে শয়তান বাধ্য হয়ে ক্বলব থেকে ছিটকে সরে যায়। শয়তান কোনভাবে এবাদতের মধ্যে ধোকা দিতে পারে না। তখনই এবাদতের পূর্ণ স্বাদ-লজ্জত দিলে প্রবেশ করে স্বর্গীয় মহব্বতে ভরে যায়। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

শাহী যখন বাবাজান ক্বেবলার নূরাণী চেহারাখানি এক নজর দেখলেন, শাহীর বুকে এমন এক কম্পন সৃষ্টি হলো যেন, প্রাণে এক অজানা ঢেউ এসে আচঁড়ে পড়লো। হৃদয়ে জেগে উঠলো এক ভক্তির তুফান, মরা নদী ভেসে গেলো প্রেমের জোয়ারে...!

আমার জীবনে বাবাজান আল্লাহর অশেষ রহমত স্বরূপ উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর একটি নজিরা প্রকাশ করছি, মহান আল্লাহর মারেফত যখন মোমিন বান্দার অন্তরে বর্ষিত হয়, তখন ওই বান্দার মুখ আল্লাহর মুখ হয়ে যায়, বান্দার চোখ আল্লাহর চোখ হয়ে যায়, বান্দার হাত ও পা আল্লাহর হয়ে যায়, তখন তিনি যা বলেন, তা-ই মহান আল্লাহ কবুল করেন। অন্তরের চোখ দিয়ে তিনি জাহের বাতেন (গোপন, প্রকাশ্য) তথা, সমস্ত মাখলুককে দেখতে পান, ওই পবিত্র হাত দিয়ে মাটি ধরলে, মাটি সোনায় পরিণত হয়। দীর্ঘ নয়টি বছর মৃত্যু যন্ত্রণা কি? এবং কত ভয়াবহ? তা আপনজন হারানোর ভয় থেকে বুঝতে পেরেছি। হতাশায় মনে হতো ফাঁসির আসামীর মতো এই বুঝি কাল ফাঁসি হয়ে যাবে! একটি একটি করে দিন গুনতে গুনতে নয়টি বছর পার করেছি। আমার স্বামীর লিভারের রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ নয়টি বছর বিভিন্ন জায়গা দেশে বিদেশে চিকিৎসার জন্য ছুটে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সম্ভাবনার আলো কোথাও দেখতে পাইনি, হতাশার কালো আঁধার মুখে ফিরে এসেছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও সুস্থ্য হতে পারেননি, ভয় আর হতাশা গ্রাস করে নেয় আমাদের সুখের সংসারটাকে। আমার ছেলে দুটো তখন অনেক ছোট, বড় ছেলে ক্লাস ওয়ানে এবং ছোট ছেলে প্লে তে পড়ে, আমার বয়স

৩-এর পাতায় দেখুন

পরশ পাথর খাজাবাবা কুতুববাগী

এম এ সালেক আহম্মদ

আমার হৃদয়ের স্পন্দন, চোখের জ্যোতি, ইহকাল ও পরকালের বান্ধব, অন্ধকারের আলো আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ খাজাবাবা শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী (মা.জি.আ.) ক্বেবলাজান হুজুরের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ এর কথাই আজ জানাতে চাই। তবে তার আগে আমার মুর্শিদের কদমে লক্ষ কোটি কদমবুচি জানাই। আজ থেকে প্রায় ২০-২২ বছর আগের কথা, তখন আমার বয়স ১৮-১৯। এক রাতে চার-পাঁচ জন সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পড়া মানুষ তাঁদের সঙ্গে আমার মুর্শিদ উপর থেকে আমার সামনে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে হাজির হন। আমার মুর্শিদ পালকির মধ্যে থেকে বের হয়ে আমাকে কিছু ছবক পড়ার হুকুম করেন। সেই হুকুম ছিলো ক্বলবের জিকির, ইসমে আজম এর যে জিকির প্রায় ১৮ বছর আমি প্রতিনিয়ত পালন করি এবং আমার স্বপ্নে দেখা সেই মুর্শিদকে বাংলাদেশের বিভিন্ন দরবার শরীফে খুঁজতে থাকি। অবশ্য আমার বয়স যখন ৬ বছর তখন থেকেই তরিকার কাজ শুরু করি এবং সাধারণ লেখাপড়ার (বাংলা) পাশাপাশি তরিকতের কাজ করার চেষ্ট করি। আমার স্বপ্নে দেখা পরশ পাথর মুর্শিদকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও পেতে ব্যর্থ হই। তখন প্রতি বৃহস্পতিবার ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত হযরত শাহ আলী বোগদাদী (রহঃ)এর মাজার শরীফে রাত্রি যাপন করি। একদিন আবেগে আপ্লুত হয়ে হযরত শাহ আলী (রহঃ) এর দরবারে নালিশ করি যে, তোমার দরবারে কি আল্লাহর কোন অলি নেই? যদি থাকে তাহলে কেনো আমার সাক্ষাত হয় না? কেনো? জিয়ারত শেষে পরিচিত একজন বললেন, সালেক ভাই মাজার রোডে (ঢাকা মিরপুর) একজন

৩-এর পাতায় দেখুন

প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ, সম্পাদক : হাজী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। *সদর দপ্তর :* কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)